ইউনিভারসিটি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন নং – ২৫৫০৮

সুধীবৃন্দ,

আমরা, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শিক্ষাকর্মীবৃন্দ দীর্ঘকাল যাবৎ কিছু অবাস্তব, অর্থহীন ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার। বিগত ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সর্বস্তরের কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর সংশোধন করেন। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বস্তরের শিক্ষা কর্মীদেরও বেতন কাঠামো সংশোধন করা হয়। সেই সময়ে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ কিছু শিক্ষাকর্মীদের বেতন কাঠামোর ''ওয়েটেজ''-এর হেরফের করে মূল বেতনকে অনেক নীচে নামিয়ে দেওয়া হয় (পূর্বতন বেতন × 'ওয়েটেজ' = সংশোধিত বেতন)। উপরিউক্ত শিক্ষাকর্মীদের 'ওয়েটেজ' দেওয়া হয় ২.৫০ গুণ (১৮০ টাকা × ২.৫০ = নুতন বেতন ৪৫০ টাকা), কিন্তু জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে ৩.২০ গুণ (১২৫ টাকা × ৩.২০ = নুতন বেতন ৪০০ টাকা) এবং গ্রুপ 'ডি' শিক্ষাকর্মীদের দেওয়া হয় ৩.৮২ গুণ (৮৫ টাকা × ৩.৮২ = নুতন বেতন ৩২৫ টাকা)। যদি ৩.৮২ গুণ অথবা ৩.২০ গুণ 'ওয়েটেজ' আমাদের (টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার) দেওয়া হত তবে আমাদের ন্যূনতম বেতন হত (১৮০ টাকা × ৩.৮২ = ৬৮৮ টাকা) অথবা (১৮০ টাকা ×৩.২০ = ৫৭৬ টাকা)। কিন্তু আমাদের বেতন ঠিক হয় ৪৫০ টাকা মাত্র। কেন এই 'ওয়েটেজের' হেরফের করা হয়েছিল তা আজও অজানা। ফলতঃ, ১৯৭৮ সাল থেকে আমরা চরম বেতন বৈষম্যের শিকার। অথচ পে-রিভিশনে সর্বদা সর্বস্তরের কর্মীদের একই 'ওয়েটেজ' দেওয়া হয়। যেমন ২০০৬ এর পে-রিভিশনে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বস্তরের কর্মীদের একই 'ওয়েটেজ' দেওয়া হয়েছে (যেমন, পূর্বতন বেতন ×১.৮৬ = নতুন বেতন)।

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরে একটি স্লোগান শোনা যায়—''কেন্দ্র থেকে রাজ্যের বেতন বেশি, রাজ্যের থেকে আমাদের বেশি''। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ''আমাদের'' মধ্যে স্থান হয়নি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের। ''সমকাজে সমবেতন''—এই বিখ্যাত উক্তিটিও প্রযোজ্য হয়নি আমাদের ক্ষেত্রে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের ধরণ সম্পূর্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও কলেজের 'গ্রাজুয়েট ল্যাবরেটরি ইন্সট্রাকটররা বর্তমানে ইউনিভারসিটি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের পে-স্কেলের (অসংশোধিত টা. ৪,১২৫ - টা. ৯,৭০০) প্রায় দ্বিগুণ স্কেল (অসংশোধিত টা. ৮,০০০ - টা. ১৩,৫০০) উপভোগ করেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ক্ষেত্রে একই প্রকারের কাজ করে ইউনিভারসিটি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা চরম বেতন বৈষম্যের শিকার। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে সকল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাকর্মীদের এক এবং অভিন্ন বেতনক্রম চালু রয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা বর্তমানে উচ্চতর বেতনক্রমের অধিকারী রয়েছেন। আবার রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরাও উচ্চ বেতনক্রম পেয়ে থাকেন।

আমরা জানি বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সেই জন্যেই শিক্ষকদের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পে-স্কেল প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীরা তাদের দায়বদ্ধতা ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এই যুক্তিতেই বেশী বেতন পান। অথচ, মজার ব্যাপার হল এই সাধারণ যুক্তিতে পড়েন না বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা। তারা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের তুলনায় কম বেতন পান। বাস্তব অবস্থা হল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা শিক্ষক মহাশয় ও ছাত্রদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত। বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে শিক্ষক মহাশয়কে ছাত্রদের শিক্ষাদানে সহায়তা করা, কখনও কখনও এককভাবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো, বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রকল্পে গবেষকদের সাহায্য করা, সূক্ষ্ম, মূল্যবান ও জটিল যন্ত্রের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, দুর্ঘটনাপ্রবণ ল্যাবরেটরিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ, প্রভৃতি কাজ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা প্রতিনিয়ত করে থাকেন। এক অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে এহেন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতন কাঠামো আজ নিম্নমুখী। অথচ তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতা প্রশ্নাতীত।

একটি পরিবারের গৃহকর্তা তার সমস্ত সদস্যদের সমান মানদণ্ডে দেখবেন এটাই কাম্য। দীর্ঘ সময় ধরে সেই মানদণ্ড রক্ষা করা হয়নি। এক নজিরবিহীন বৈষম্য, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতেই 'ইউনিভারসিটি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়েষ্টবেঙ্গল'' গঠিত হয়েছে। বর্তমান পে-কমিটির কাছে আমরা এই বঞ্চনার কথা লিখিত স্মারকলিপি

মারফৎ জমা দিয়েছি। এছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্যদের অ্যাসোসিয়েশনের মাননীয় সচিব ও সভাপতি এবং উচ্চ শিক্ষা সংসদের মাননীয় সভাপতির কাছেও আমরা স্মারকলিপি প্রদান করেছি। পে-কমিটি সমস্যাটিকে বাস্তবোচিত সমস্যার নিরিখে বিবেচনা করে আমাদের ৬ নং স্কেলের পরিবর্তে ৮ নং স্কেল এবং এই সংশোধিত বেতনক্রম ১৯৯৬ সাল থেকে কার্যকর করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্য ও যুক্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষাকর্মীরা বিগত ১৯৭৮ সাল থেকে বেতনক্রমে যেমন অবহেলিত, তেমনি উপযুক্ত উন্নততর সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলতঃ, শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিম্ন বেতনক্রমের জন্য ভারতের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের থেকে মান-সম্মানে, পদোন্নতিতে ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন—যা রাজ্যের কাছে একটি লজ্জার বিষয়। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ৩১শে জুলাই বর্তমান পে-কমিটি তার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং আমাদের বেতন সংশোধন সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি।

এমতাবস্থায়, আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১০, বেলা ২ টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজস্ট্রীট প্রাঙ্গণে সংগঠনের তরফে একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে, উক্ত সমাবেশে যোগদান করে আমাদের এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন ও এই মর্মস্পর্শী আবেদনে সাড়া দিন।

আমাদের দাবী সমূহ

১। **বর্তমানে পে-কমিটির মূল রেকমেন্ডেশন (Recommendation) প্রকাশ করতে হবে এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতনক্রমের সংশোধন সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।**

২। **ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্টদের উন্নত বেতনক্রম প্রদান করতে হবে।**

৩। **স্টেনোগ্রাফার, পার্শোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোরকিপার ইত্যাদি শিক্ষাকর্মীদের বেতন সংশোধন সংক্রান্ত সমস্যা দুর করতে হবে।**

৪। **বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তর যেমন সেনেট/ সিন্ডিকেট, কোর্ট /কাউন্সিল ইত্যাদিতে নির্বাচিত টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রতিনিধি রাখতে আইন প্রনয়ণ করতে হবে।**

৫। **টেকনিক্যাল অফিসার এবং সেকশন অফিসার পদ সৃষ্টি করতে হবে।**

৬। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিষ্টার পদে কর্মরত শিক্ষাকর্মীদের থেকে নিয়োগের সুযোগ অব্যহত রাখতে হবে।**

৭। **বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধে নিযুক্ত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে।**

৮। **অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে ৮-১৬-২৫ এর ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম চালু করতে হবে।**

৯। **বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সর্বস্তরের শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে।**

১০। **চাই শিক্ষার সম্প্রসারণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা।**

১১। **বেতনক্রমের সংশোধিত বকেয়া ০১-০১-২০০৬ থেকে দিতে হবে।**

১২। **শিক্ষা বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকরণের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।**

১৩। **কেন্দ্রীয় সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের ন্যূনতম ৬ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।**

১৪। **কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডাউন-সাইজিং'-এর নামে কর্মচারী সংকোচন প্রক্রিয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।**

অভিনন্দন সহ —

ডঃ কাঞ্চন ব্যানার্জী — সভাপতি

বিনয় বিশ্বাস — সাধারণ সম্পাদক

তারিখ : ৮/৯/২০১০

ইউনিভারসিটি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে ইন্দ্রজিৎ গুহ, সুগত মুন্সী, শঙ্খ শুভ্র রায়, গৌতম দত্ত ও অসীম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত এবং প্রবুদ্ধ সুর কর্তৃক প্রকাশিত।